3.12 সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিচালনার নীতি (Principles of the Administration of Co-curricular Activities)

বিদ্যালয়ে পাঠক্রম শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য প্রয়োজন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির বিদ্যালয়ে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য বেশি কিছু নীতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হয়, ওই নীতিগুলির সম্পর্কে সংক্ষেপে নীচে আলোচনা করা হল—

(1) **কার্য নির্বাচনে স্বতঃস্ফূর্ততা/স্বাধীনতা ঃ** বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষা লাভের জন্য যেমন বিষয় নির্বাচনের ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে তেমনি শিক্ষার্থীর সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্য নির্বাচনেও স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন। তাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি নির্বাচন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

(2) **নির্দিষ্ট সময়সূচি অন্তর্ভুক্তি ঃ** সহ-পাঠ্যক্রম কার্যাবলি শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশের সহায়ক তাই বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ বিদ্যালয় সময় তালিকার মধ্যে স্থান দেওয়া প্রয়োজন।

(3) **শিক্ষার্থীদের সীমাবদ্ধ রাখা ঃ** সহ-পাঠক্রম কার্যাবলির মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা। কারণ অনেকক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সহ-পাঠক্রমিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই বিদ্যালয় প্রশাসনের দায়িত্ব হল সকল শিক্ষার্থীদের সহ-পাঠক্রমিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।

(4) **উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন ঃ** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষক নির্বাচন প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষক নির্বাচন করে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে। তবেই শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারবেন।

(5) **উপযুক্ত ছাত্রনেতা নির্বাচন ও মর্যাদা ঃ** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হলেও শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছাত্ররা তা পরিচালনা করবেন। সেই জন্য উপযুক্ত ছাত্রনেতা নির্বাচন করা প্রয়োজন। এই নেতা নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। এই ছাত্রনেতাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে।

(6) **সুষ্ঠু পরিকল্পনা ঃ** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার জন্য আগে থেকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। সহ-পাঠক্রমিক কাজের জন্য শিক্ষা উপকরণের অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন হয়। তাই পূর্ব পরিকল্পনা করা দরকার।

(7) **বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ ঃ** বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বাধ্যতামূলকভাবে সহ-পাঠক্রমিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী যেন এই কাজে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত না হয়।

(8) **প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপকরণ প্রাপ্তি ঃ** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি সঠিকভাবে পরিচলনা করতে হলে উপযুক্ত পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধার সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এইজন্য দরকার প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপকরণের। এই অর্থ ও উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনার মূলনীতি প্রতিটি কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। মুদালিয়ার (1952-53) ও কোঠারি কমিশন (1964-66) সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দানের কথা বলেছেন। বিশিষ্ট্য শিক্ষাবিদ ম্যাককন বলেছেন "A school with only extra curricular activities would be as absurd as a school without them." শিক্ষাবিদগণ মনে করেন বিদ্যালয়ে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে যত বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী অন্তর্ভুক্ত হবে ততই শিক্ষার মধ্যে একঘেয়েমি দূরীভূত হয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে।